শব্দার্থ ও টীকা

3

পদ্মাবতীর বিবাহমঙ্গল

সৈয়দ আলাওল

3.1 প্রস্তাবনা

বাংলা কাব্যে আলাওল ছিলেন খ্যাতিমান কবি। কবি আলাওলের রচিত বিখ্যাত কাব্য 'পদ্মাবতী' থেকে 'পদ্মাবতীর বিবাহমঙ্গল' কবিতাটি সংকলিত। পদ্মাবতী কাব্যটি কোনও মৌলিক কাব্য নয়। এটি বিখ্যাত হিন্দি কবি মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি কাব্য 'পদুমাবৎ' কাব্যের বঙ্গানুবাদ। কিন্তু অনুবাদ হলেও আলাওলের রচনাগুণে এটি মৌলিক কাব্যে পরিণত হয়েছে। ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে কাব্যটি রচিত হয়।

পদ্মাবতী সিংহলরাজ গান্ধর্বসেনের কন্যা। চিতোরের রাজা রত্নসেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। রাজকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে সখীদের কথোপকথনের মাধ্যমে বিবাহের পরিবেশটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সেই বিবাহ উৎসবের কাহিনিই 'পদ্মাবতীর বিবাহমঙ্গল' কবিতাটির বিষয়বস্তু। একটি বিবাহের মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠানে কন্যার ব্যক্তিগত অনুভূতিকে কবি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

3.2 উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনারা—

- হিন্দু সমাজের বাইরের একজন কবির লেখা হলেও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে সহজে গ্রহণযোগ্য একখানি আখ্যান কাব্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে পারবেন;
- স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কখনও দ্বৈতভাব থাকা উচিত নয়—একথা বুঝতে পারবেন;
- 'বিবাহমঙ্গল' শুধু বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গমাত্র নয়, বিবাহমঙ্গল স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর একাত্ম হবারও বার্তা—একথা বুঝতে পারবেন।

3.3 মূল পাঠ

(1)

বিচিত্র বসন পরি নানা আভরণ।
করেত লইল রামা নির্মল দর্পণ।।

নিজ আঁখি নিজ রূপ দেখি সুশোভন।
আপনার রূপ হেরি মজিল আপন।।

আপনা রূপের ভাবে আপে হইল লীন।
আপনা হেরিতে হইল আপ হোন্তে ভিন।।

সখিগণে এক মিলি নানা যন্ত্র বাহে।
কেহ কেহ সুস্বরে মঙ্গলগীত গাহে।।

সুসৌরভে নাসিকা শ্রবণ দিব্য স্বরে।
দিব্যরূপ হেরি আঁখি আনন্দ নির্ভরে।।

প্রেমমদে ঘূর্ণ আঁখি হইল তন্দ্রিত।
তনু অচেতন মাত্র মন সচকিত।।

সচেতন অচেতন স্বপ্ন সমসর।
দেখিছে শুনিছে যত হইল গোচর।।

তথাত দেখিল প্রিয় রত্নসেন মুখ।
হরিষে পুলক অঙ্গ মন সকৌতুক।।

রসময় আনন্দে-সাগরে ডুবি বালা।
নৃপ-গলে দিতে কন্যা মাগে বরমালা।।

শব্দার্থ ও টীকা

বিচিত্র বসন = নানা সুন্দর পোশাক।
আভরণ = সাজসজ্জা, অলংকার।
নির্মল দর্পণ = পরিষ্কার আয়না।
মজিল = মুগ্ধ হল।
আপে = নিজে।
লীন = বিভোর।
হোন্তে = থেকে।
মঙ্গলগীত = বিয়ের গান।
প্রেমমদে = গভীর প্রেমে।
তন্দ্রিত = তন্দ্রাজড়িত।
সচকিত = কম্পিত।
সমসর = সদৃশ, একই রকম।
গোচর = প্রত্যক্ষ।
হরিষে = আনন্দে।
তথাত = সেখানে।
মাগে = চায়।

(2)

সখীগণে বোলে বালা কীবা মতি তোর।
আপনার রূপ দেখি হইলা বিভোর।।

কোথা সেই নৃপরত্ন বিবাহের স্থলে।
অন্তঃপুরে থাকি চাহ মালা দিতে গলে।।

আপনা রূপ দেখি হইলা এমন।
প্রিয়তম রূপ হেরি করিবা কেমন।।

আন স্থানে মাগো বরমালা নিজ গলে।
এমত করিবা নাকি বিবাহের স্থলে।।

বিভাকালে হেন যদি করহ খানিক।
মুখ নিছি ফেলাইমু এ পঞ্চ মাণিক।।

এমত না কর যদি মোর দিব্য লাগে।
তোমাতে কহিলুঁ রানি বড়ো অনুরাগে।।

বোলে = বলে।
কীবা = কী?
মতি = ইচ্ছা।
আন = অন্য।
করিবা = করবে।
বিভা = বিবাহ।
মুখ নিছি = মুখ থেকে।
ফেলাইমু = ফেলব।
দিব্য = দিব্যি, শপথ।
তোমাতে = তোমাকে।
কহিলুঁ = বললাম।

(3)

উপহাসি সখী যদি এমত কহিল।
সম্ভ্রমিতা লজ্জাযুক্তা পদুত্তর দিল।।

যার হৃদে প্রেমাঙ্কুর পাগল সতত।
তুমি সবে নাহি জানো ভাব রস তত।।

ভাবের ভাবিনী যদি হইতা তুমি সবে।
এমত বচন মোকে না বুলিতা তবে।।

আমার মরমে ব্যথা তুমি উপহাসি।
এবে সত্য কহি কথা বচন প্রকাশি।।

তুমি বোলো প্রভু আছে বিবাহের স্থলে।
আমি দরশন পাই হৃদয় কমলে।।

যেই স্বামী সেই আমি নাহি ভাব ভিন।
আপনা চাহিতে প্রাণনাথ হইল লীন।।

যেই দিব্য দিলা সখী না হইত আন।
সমদৃষ্টি চাহি যদি না রহিব প্রাণ।।

ঘোঁঘট অন্তরে আঁখি মুখ হইল লুক।
সে সময় স্ত্রিয়া লাজে থাকি অধোমুখ।।

না জানি কী হয় মধু-চন্দ্রিমার কালে।
তোমার শপথ পাছে ততমাত্র ফলে।।

তাহার উপায় আছে শুনো সখীবর।
জাতি কুল লাজ মান লোকচর্চা ডর।।

শব্দার্থ ও টীকা

উপহাসি = উপহাস করে।
সম্ভ্রমিতা = সম্ভ্রমযুক্ত।
পদুত্তর = প্রত্যুত্তর।
প্রেমাঙ্কুর = প্রেমের উন্মেষ।
ভাবের ভাবিনী = একই ভাবের অংশীদার।
সমদৃষ্টি = সমান ভাবে দেখা।
বুলিতা = বলতে।
লুক = লুকালো।
স্ত্রিয়ালাজে = স্ত্রীসুলভ লজ্জায়।
মধুচন্দ্রিমা = বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর বিহার।
লোকচর্চা = লোকনিন্দা।
ডর = ভয়।

(4)

এতেক কহিতে শুভক্ষণ উপস্থিত।
মহাদেবী আজ্ঞা হইল চলিতে তুরিত।।

রত্নময় চতুর্দৌল নিকটে আনিল।
উঠ উঠ বলি সখী ধরিয়া তুলিল।।

জয় জয় শব্দ হইল মন উতরোল।
গীতে নাটে বাদ্যে হইল পুরী হুলস্থুল।।

চলিতে না চলে কন্যা অর্ধপদ গতি।
চাহিতে সখীর দিগে লজ্জা বাসে অতি।।

এতেক = এ পর্যন্ত।
তুরিত = শীঘ্র।
চতুর্দৌল = (চারজনে বয়ে নেবার) পালকি।
উতরোল = উতলা।
অর্ধপদ গতি = ধীর গতি।
লজ্জা বাসে অতি = খুব লজ্জার সঙ্গে।

শব্দার্থ ও টীকা

3.4 বিষয়ের রূপরেখা

[বিচিত্র বসন পরি ..... কন্যা মাগে বরমালা।]

3.4.1 গদ্যরূপ:

রামা বিচিত্র বসন ও নানা আভরণ পরে করেতে নির্মল দর্পণ নিলেন। নিজের আঁখিতে আপন সুশোভন রূপ দেখে আপনি মজলেন। আপনার রূপের ভাবনায় আপনি লীন হলেন। আপনাকে (নিজেকে) দেখতে দেখতে আপনি (নিজে) ভিন্ন হয়ে গেলেন। সখীগণ একসঙ্গে মিলে নানা যন্ত্র বাজায়। কেহ কেহ সুস্বরে মঙ্গলগীত গায়। নাসিকা সুসৌরভে শ্রবণ দিব্যস্বরে ও আঁখি দিব্যরূপে দেখেন। পদ্মাবতী (একান্তভাবে) আনন্দে নির্ভর করেন। প্রেমমদে (তাঁর) ঘূর্ণ (ঘূর্ণায়মান) আঁখি তন্দ্রিত হল। তনু অচেতন (হওয়া) মাত্রই তাঁর মন সচকিত। স্বপ্নে সচেতন (ও) অচেতন যেমন সমসর (একাকার) হয় (তেমনি) যা কিছু শুনছেন ও যা কিছু গোচরে (দৃষ্টিতে) আসছে সে সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। তথায় তিনি রত্নসেনের মুখ দেখলেন এবং হরিষে (আনন্দে) তাঁর অঙ্গ ও মনে কৌতুক (জাগল)। রসময় আনন্দসাগারে ডুব দিয়ে বালা (কন্যা) নৃপের গলায় পরাতে বরমাল্য চাইলেন।

3.4.2 বক্তব্যসার:

চিতোরের রাজ অন্তঃপুরে রাজকন্যা পদ্মাবতীকে সখীরা সাজিয়ে দিচ্ছে বিচিত্র পোশাক ও নানা রত্নালংকারে। হাতে তার এক স্বচ্ছ দর্পণ। দর্পণে নিজের রূপ দেখে তিনি নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি তখন নিজের মধ্যে নিজে আর নেই। তিনি যে রাজকন্যা পদ্মাবতী সেই বোধটাই তাঁর মধ্য থেকে দূর হয়ে গেল।

সখীরা নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিল। কেউ কেউ সুকণ্ঠে গাইছিল মঙ্গলগীত। চারধার সুন্দর গন্ধে আমোদিত।

যা কিছু দেখছেন, শুনছেন, সবকিছুর মধ্যে দেখতে পেলেন প্রিয় রত্নসেনের মুখ। তিনি রাজার গলায় মালা দেবার জন্য সখীর কাছে বরমালা চাইলেন।

পাঠগত প্রশ্ন 3.1

1. নীচের শব্দগুলির মধ্য থেকে সঠিক শব্দটি খুঁজে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান ঃ

বিচিত্র বসন পরি _____ আভরণ। (অনেক, নানা, মেলা)

করেত লইলা রামা _____ দর্পণ। (স্বচ্ছ, সুন্দর, নির্মল)

নিজ _____ নিজ রূপ দেখি সুশোভন। (মুখ, আঁখি, দেহ)

আপনার রূপ _____ মজিল আপন। (দর্শি, দেখি, হেরি)

2. 'নানা যন্ত্র বাহে'—কথাটির অর্থ কী? ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) নানারকম যন্ত্র বহন করে আনে।

(খ) নানারকম যন্ত্রকে বাহন করে।

শব্দার্থ ও টীকা

(গ) নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাজায়।

3. 'কেহ কেহ সুস্বরে.....মঙ্গলগীত গাহে'—'মঙ্গলগীত' কী? কথাটির ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(অ) মঙ্গলগ্রহের গীতকে 'মঙ্গলগীত' বলা হয়।

(আ) পদ্মাবতীর এক সখীর নাম মঙ্গলা, তার সুমিষ্ট কণ্ঠের গীতকে মঙ্গলগীত বলা হয়েছে।

(ই) বিবাহানুষ্ঠানে দেবতার কাছে কল্যাণজনক যে প্রার্থনাগীত গাওয়া হয় তাকে 'মঙ্গলগীত' বলা হয়।

4. নীচের 'অ' সারিতে চারটি বাক্যাংশ আছে। ওই সারির বাক্যাংশের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন পাঁচটি বাক্যাংশ 'আ' সারিতে এলোমেলোভাবে আছে। প্রথম সারির বাক্যাংশের নম্বর পরের সারির বন্ধনীর মধ্যে দিয়ে চিনিয়ে দিন।

অ	আ	
(ক) প্রেমমদে ঘূর্ণ আঁখি	(i) হইল গোচর	( )
(খ) তনু অচেতন মাত্র	(ii) স্বপ্ন সমসর	( )
(গ) সচেতন অচেতন	(iii) মন সচকিত	( )
(ঘ) দেখিছে শুনিছে যত	(iv) হইল তন্দ্রিত	( )

5. 'হরিষে পুলক অঙ্গ'—কীসের হরিষ? ঠিক উত্তরটি টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন ঃ

(ক) পদ্মাবতী অপূর্ব রূপবতী বলে হরিষ।

(খ) পদ্মাবতীর বিবাহ অনুষ্ঠান বলে হরিষ।

(গ) সখীরা মঙ্গলগীত গাইছে বলে হরিষ।

(ঘ) দর্পণে রত্নসেনের মুখ দেখছে বলে হরিষ বা আনন্দ।

6. 'নৃপ গলে দিতে কন্যা মাগে বরমালা'—ঠিক উত্তরটি টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন ঃ

(ক) কন্যাটি কে?

অ. মহাদেবী আ. পদ্মাবতী ই. রাজকন্যার সখী

(খ) কার সঙ্গে তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠান হতে চলেছে?

অ. সিংহল রাজের সঙ্গে আ. চিতোর রাজের সঙ্গে

(গ) সে বরমালা চেয়েছে কার কাছে?

অ. রত্নসেনের কাছে আ. সখিদের কাছে ই. মহাদেবীর কাছে

7. কী দেখে পদ্মাবতীর অঙ্গ কেন পুলকিত হল?

_____

_____

শব্দার্থ ও টীকা

[সখীগণে বোলে বালা ..... বড়ো অনুরাগে]

3.4.3 গদ্যরূপ:

সখীগণ বলে তোর মতি কী। আপন রূপ দেখে বিভোর হলি। নৃপরত্ন কোথায় সেই বিবাহস্থলে! অন্তঃপুরে থেকে (তাঁর) গলায় মালা দিতে চাও! আপন রূপ দেখে তোর এমন হলে প্রিয়তমের রূপ দেখলে কেমন করবি। অন্যস্থানে (থেকে) নিজগলে বরমাল্য চাও। বিবাহ- স্থলেই এরকম করতে হয়। বিভাকালে (বিবাহের কালে) এরকম যদি কর মুখ থেকে পঞ্চমাণিক মুছে ফেলা হবে। আমাদের দিব্য লাগে তোমাকে রাণি বড় অনুরাগে (একথা) কইলাম।

3.4.4 বক্তব্যসার:

সখীরা তো অবাক! তারা বলল, রাজকন্যার এ কীরূপ মতি। নিজের রূপ দেখে সে এত বিভোর হয়ে গেল। রাজা রয়েছেন বিয়ের আসরে। আর কন্যা অন্তঃপুরে। রাজার গলায় তিনি মালা দিতে চাইছেন। নিজের রূপ দেখে তিনি কেন এমন অদ্ভুত আচরণ করবেন। আর যখন তিনি সামনাসামনি রাজাকে দেখবেন, তখন তিনি কী করবেন? তিনি নিজের গলায় দেবার জন্য বরমাল্য চাইছেন। বিবাহের সময় এমন করলে মুখ থেকে পঞ্চরত্ন মুছে ফেলা হবে।

পাঠগত প্রশ্ন : 3.2

1. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

(ক) পদ্মাবতী রাজার গলায় কখন বরমালা দিতে চেয়েছেন?

(অ) বিবাহের আসরে রাজা রত্নসেনকে দেখতে পেয়ে।

(আ) দর্পণে নিজের রূপের মধ্যে স্বামী রত্নসেনের মুখ দেখতে পেয়ে পদ্মাবতী তাঁর গলায় পরিয়ে দেবার জন্য বরমালা চেয়েছেন।

(ই) রত্নময় চতুর্দোলায় চড়ে বিবাহ সভায় যাত্রাকালে বরমালা চেয়েছেন।

(খ) সখীরা পদ্মাবতীকে উপহাস করলেন কেন?

(অ) রাজা দূরে বিবাহসভায় থাকা সত্ত্বেও অন্তঃপুরে বসে পদ্মাবতী বরমাল্য চেয়েছেন বলে।

(আ) নিজের রূপ দেখে পদ্মাবতী বিহ্বল হয়েছেন বলে।

(ই) স্বামীর প্রতি প্রেমের আবেশে পদ্মাবতীর চোখের তারা ঘুরতে লাগল বলে।

2. এমত না কর যদি মোর দিব্য লাগে।

(ক) কে কাকে বলেছে?

অ. পদ্মাবতী সখীদের বলেছেন।

আ. সখীরা পদ্মাবতীকে বলেছে।

(খ) দিব্য দেবার কারণ কী?

অ. বিবাহের সময় পদ্মাবতী যেন এরূপ অদ্ভুত আচরণ না করেন—তার জন্য তারা দিব্য দিচ্ছে।

আ. দর্পণে স্বামীর অলৌকিক দিব্যরূপ দেখে পদ্মাবতী আনন্দ- সাগরে ভাসছিলেন বলে তারা দিব্য দিচ্ছে।

3. নীচে চারটি বাক্য 'অ' এবং 'আ' সারিতে এলোমেলো করে লেখা আছে। বাক্যগুলি ঠিক করবার জন্য প্রথম সারির বাক্যের নম্বর পরের সারির বন্ধনীর মধ্য দিয়ে চিনিয়ে দিন।

অ	আ	
(ক) আপনার রূপ দেখি	(i) করিবা কেমন	( )
(খ) প্রিয়তম রূপ হেরি	(ii) বিবাহের স্থলে	( )
(গ) আন স্থানে মাগো বরমালা	(iii) হইলা এমন	( )
(ঘ) এমত করিবা নাকি	(iv) নিজ গলে	( )

4. (ক) অন্তঃপুরে থেকে পদ্মাবতী কেন বরমাল্য চাইলেন তা ৩টি বাক্যে উত্তর দিন।

(খ) প্রভু বিবাহস্থলে থাকলেও পদ্মাবতী অন্তঃপুরে থেকে কীভাবে তার দর্শন পান অনধিক ৩টি বাক্যে দিন।

[উপহাসি সখী ..... লোকচর্চা ডর]

3.4.5 গদ্যরূপ:

উপহাস করে সখীরা এরূপ বললে লজ্জাযুক্ত হয়ে সম্ভ্রমে (পদ্মাবতী) প্রত্যুত্তর করলেন। যার হৃদয় প্রেমের অঙ্কুরে সর্বদা পাগল তোমরা সকলে সেই ভাবরস ততটা জানোনা। তোমরা সবাই যদি (একই) ভাবের ভাবিনী হতে তবে এরূপ বচন আমাকে বলতে না। আমার মর্মের ব্যথা তোমরা উপহাস করছ তা এবার সত্যকথা প্রকাশ করছি। তোমরা বলো প্রভু বিবাহের স্থলে আছেন, আমি হৃদয় কমলে (তাঁর) দর্শন পাই। স্বামী যে আমিও সে, ভিন্ন ভাবনা নেই, আপনার (দিকে) চাইতে প্রাণনাথকে (সেখানে) লীন আছেন দেখি। সখীরা দিব্য দিলেও অন্য হত না। সমদৃষ্টি চান অন্যথায় প্রাণ রবে না। ঘোমটার অন্তরে চোখ মুখ লুকিয়ে রইল সে সময় স্ত্রী লজ্জায় অধোমুখ থাকে। মধুচন্দ্রিমার কালে কী হয় জানি না। তোমাদের শপথ সেই পর্যন্ত ফলবে (কার্যকরী থাকবে)। সখীরা শোনো তার উপায় হল জাতিকুল লজ্জামান লোকচর্চার ভয়।

3.4.6 বক্তব্যসার:

স্বামী-স্ত্রীর দেহ ভিন্ন হলেও প্রেমের ফলেই তা একাকার হয়ে যায়। সেখানে স্বামী দূরে থাকলেও তিনি স্ত্রীর হৃদয়ের মধ্যেই বিরাজ করেন সবসময়। স্ত্রীর মধ্যে স্বামী থাকেন আত্মলীন। সখীরা সবাই তাঁর মনের ভাব জানে না বলেই এমন কথা বলছে। তাঁর মনের প্রেমের ভাব সকলে যদি জানত, যদি তারা তাঁর ভাবের ভাবিনী হত, তবে এমন কথা তাঁকে বলতে পারত না। সখীরা দেখছে শুধু তাঁর বিবাহাচার। কিন্তু এই বিবাহাচারের অন্তরালে স্বামী-স্ত্রীর হৃদয়ের যে সংযোগ ঘটে গেছে, তারা তার খবর রাখে না। বিবাহমঙ্গল কেবল বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানই নয়, বিবাহমঙ্গল স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর একান্ত হবারও বার্তা। এবার তিনি সখীদের কিছু সত্য কথা প্রকাশ করছেন। এ হল প্রেমের গূঢ় কথা। সখীরা বলছেন তাঁর প্রভু আছেন বিয়ের আসরে। কিন্তু পদ্মাবতী তো তাঁকে তাঁর হৃদয় কমলেই দেখতে পাচ্ছেন। যেখানে তাঁর স্বামী সেখানেই তিনি। তাঁদের মধ্যে কোনও ভিন্নতা নেই। পদ্মাবতী আরও বুঝিয়ে দিলেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। তিনি ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢেকে

শব্দার্থ ও টীকা

রাখেন, স্ত্রীসুলভ লজ্জায় তখন মুখ নীচু করে থাকেন। কিন্তু মধুচন্দ্রিমার মিলনের সময়ে কী ঘটবে তা তিনি জানেন না। সখীদের অনুমান তখন হয়তো ফলে যেতে পারে। তবে জাতি, কুল, লজ্জা, মান আর লোকনিন্দার ভয় তাঁকে হয়তো সংযত করতে পারে।

পাঠগত প্রশ্ন : 3.3

1. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

(ক) 'সম্ভ্রমিতা লজ্জাযুক্তা পদুত্তর দিলা'—'লজ্জাযুক্তা' এখানে কাকে বলা হয়েছে?

অ. পদ্মাবতীকে আ. সখীদের

(খ) 'তুমি সবে নাহি জানো ভাব রস তত'—ভাব রস কী?

(অ) ভাব রস হল আনন্দপূর্ণ কৌতুক রস।

(আ) ভাব রস হল প্রেমের গভীর ভাব।

(গ) 'এবে সত্য কহি'—সত্যটা কী?

(অ) রাজকন্যা পদ্মাবতীর হৃদয়ের মধ্যে তাঁর স্বামীর জন্য সর্বদা প্রেমের ধারা বয়ে যাচ্ছে।

(আ) পদ্মাবতীর স্বামী তাঁর হৃদয়কমলে সর্বদা বিরাজ করছেন।

(ঘ) পদ্মাবতীর সখীরা পদ্মাবতীর হৃদয়বার্তা বুঝতে পারেনি কেন?

(অ) সখীরা পদ্মাবতীর ভাবের ভাবিনী নয় বলে।

(আ) সখীরা নানা যন্ত্র বাজাতে এবং মঙ্গলগীত গাইতে ব্যস্ত ছিল বলে।

(ঙ) সখীদের সঙ্গে কথোপকথনে পদ্মাবতী সখীদের কী বুঝিয়েছেন?

(অ) তিনি সখীদের বুঝিয়েছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনও ভিন্নতা নেই। তারা এক ও অভিন্ন, এক দেহে লীন হয়ে থাকেন।

(আ) বিবাহের সময় সাজসজ্জা করে দর্পণে নিজের রূপ দেখে পদ্মাবতী আত্মহারা। তাঁর মনে জেগেছে এক ভাবান্তর। তাই তিনি সখীদের কাছে বরমালা চেয়েছেন স্বামী রত্নসেনের গলায় পরিয়ে দেবার জন্য।

(চ) পদ্মাবতীর বিবাহমঙ্গল কবিতাটির মূল বিষয় কী?

(অ) পদ্মাবতীর বিয়ে ও তার রূপসজ্জা। এবং বিয়ে উপলক্ষেই সখীদের সুমিষ্ট কণ্ঠে মঙ্গলগীত পরিবেশন।

(আ) সুন্দর একটি রোমান্টিক প্রেমকাব্যের উপাখ্যান।

[এতেক কহিতে শুভক্ষণ ..... লজ্জা বাসে অতি]

3.4.7 গদ্যরূপ:

এসব বলতে বলতে শুভক্ষণ উপস্থিত (হল)। মহাদেবীর ত্বরিত চলতে আজ্ঞা হল। রত্নময় চতুর্দোল

নিকটে আনল। উঠ উঠ বলে তাঁকে সখীরা ধরে তুলল। জয় জয় শব্দে মন উতরোল হল। গীতে নাটে বাদ্যে পুরী হুলস্থুল হল। চলতে (গিয়েও) কন্যা চলেন না গতি তাঁর অর্ধপদ। সখীদের দিকে চাইতে অতি লজ্জা লাগে।

3.4.8 বক্তব্যসার:

সখীদের সঙ্গে পদ্মাবতীর কথাবার্তা যখন চলছিল, তখনই এল সেই শুভ মুহূর্ত। পদ্মাবতীকে তাড়াতাড়ি বিয়ে আসরে নিয়ে যাবার জন্য মহারানি আদেশ দিয়েছেন। রত্নময় চতুর্দোলা এসে পৌঁছল। সখীরা তাকে ধরে ধরে দাঁড় করাল। চারদিক জয় জয় শব্দে ভরে গেল। গীতে নাটকে বাদ্যে রাজপুরী পূর্ণ হল। লজ্জায় রাজকন্যার তখন চরণ সরে না। তিনি পুরোপুরি পা ফেলে হাঁটতে পারছেন না। সখীদের দিকে তাকাতেও তার লজ্জা।

পাঠগত প্রশ্ন : 3.4

1. (ক) 'এতেক কহিতে শুভক্ষণ উপস্থিত'—'এতেক কহিতে' বলতে কাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল?

(অ) সিংহল রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর সখীদের।

(আ) মহারানির সঙ্গে রাজকর্মচারীদের।

(খ) মহারানি কী আজ্ঞা দিয়েছিলেন?

(অ) পদ্মাবতীর সখীদের সুমিষ্ট কণ্ঠে মঙ্গলগীত গাইতে আদেশ দিয়েছিলেন।

(আ) মহারানি পদ্মাবতীকে তাড়াতাড়ি বিবাহস্থলে নিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন।

(গ) পদ্মাবতী কোন্ বাহনে বিবাহসভায় যাত্রা করলেন?

(অ) পদ্মাবতী সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে চেপে বিবাহসভায় যাত্রা করলেন।

(আ) পদ্মাবতী রত্নময় চতুর্দোলায় চড়ে বিবাহসভায় যাত্রা করলেন।

(ঘ) রাজপুরী হুলুস্থূল হল কেন?

(অ) গীতে নাটে বাদ্যে রাজপুরী হুলুস্থুল হল।

(আ) হস্তীর তাণ্ডবে রাজপুরী হুলুস্থুল হল।

(ঙ) বিবাহস্থলে যাবার পূর্বে পদ্মাবতীর মন উদ্‌বিগ্ন হল কেন?

(অ) সখীদের দিকে লজ্জায় তাকাতে পারছেন না বলে।

(আ) জয়ধ্বনিতে স্থান ভরে ওঠায় পদ্মাবতীর মন উদ্‌বিগ্ন হল।

2. (ক) কন্যা 'চলিতে না চলে' কেন?

3.5 আপনি যা শিখলেন

1. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিন্তাভাবনার কোনও মূলগত পার্থক্য নেই।
2. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসা হল প্রেমের মূল।
3. এই সমদৃষ্টি থাকলেই তাদের ব্যবধান যায় ঘুচে, তারা এক ও অভিন্ন হয়ে ওঠে।

শব্দার্থ ও টীকা

3.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. 'কেহ কেহ সুস্বরে মঙ্গলগীত গাহে'—কারা কোথায় মঙ্গলগীত গাইছিল? সেখানে মঙ্গলগীত গাওয়া হচ্ছিল কেন অনধিক পাঁচটি বাক্যে উত্তর দিন।

2. পদ্মাবতী কোথায় বসে কার গলায় কখন বরমালা দিতে চেয়েছেন, আর যাঁকে বরমালা দিতে চেয়েছেন তিনিই বা তখন কোথায় ছিলেন তা অনধিক আটটি বাক্যে উত্তর দিন।

3. 'আপনার রূপ দেখি হইলা এমন।
প্রিয়তম রূপ হেরি করিবা কেমন।।

কার প্রতি কাদের উক্তি? এই উক্তির তাৎপর্য কী?

4. 'যেই স্বামী সেই আমি।'— কথাটির তাৎপর্য কী?

5. 'সম্ভ্রমিতা লজ্জাযুক্তা পদুত্তর দিল।'—সম্ভ্রমিতা লজ্জাযুক্তা কাদের কী কথার প্রত্যুত্তর দিলেন? তিনি প্রত্যুত্তর কীভাবে দিলেন?

6. পদ্মাবতীর বিবাহসজ্জার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা ৮টি বাক্যে লিখুন।

7. 'পদ্মাবতীর বিবাহমঙ্গল' কবিতায় রাজপুরীর অন্তঃপুরের যে পরিবেশ বর্ণিত হয়েছে আট-দশটি বাক্যে তার পরিচয় দিন।

8. 'এতেক কহিতে শুভক্ষণ উপস্থিত'—'শুভক্ষণ উপস্থিত' হলে কী ঘটনা ঘটল?

9. 'বিবাহ সজ্জায় অন্তঃপুরে থেকে এক মধুরভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পদ্মাবতী এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন।'
(ক) মধুরভাবে আচ্ছন্ন বলতে কী বলা হয়েছে?
(খ) কী কাণ্ড করলেন?
(গ) কাণ্ডটি অদ্ভুত কেন?
(ঘ) তাহলে কি পদ্মাবতীর আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে বলে মনে করেন?

3.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

3.1

1. নানা, নির্মল, আঁখি, হেরি

2. ——— গ

3. ——— ই

4. ক — (iv)
খ — (iii)

গ — (ii)
ঘ — (i)

5. ——— ঘ

6. ক — আ
খ — আ
গ — আ

7. বিবাহের সাজে সজ্জিত পদ্মাবতী দর্পণে মুখ দেখতে গিয়ে স্বামীর মুখ দেখে পুলকিত।

3.2

1. ক — আ
খ — অ

2. ক — আ
খ — অ

3. ক — (iii)
খ — (i)
গ — (iv)
ঘ — (ii)

4. (ক) অন্তঃপুরে প্রেমবিহ্বল রাজকন্যা। বর বিবাহসভায়। প্রেমাবিষ্ট পদ্মাবতীর মানসিক বিভ্রমের জন্যই এই বরমাল্য চাওয়া।

(খ) প্রগাঢ় প্রেমানুভূতিতে রাজকন্যার মানসিক বিভ্রম। বাস্তব-অবাস্তব বোধ তাঁর লুপ্ত। তাঁর হৃদয়ে ভাবী স্বামীর উপস্থিতির অনুভব।

3.3

1. ক — অ
খ — আ
গ — আ
ঘ — অ
ঙ — অ
চ — আ

2. সখীরা উপহাস করেছিল বলে।

3.4

1. ক — অ
খ — আ
গ — আ
ঘ — অ
ঙ — আ

শব্দার্থ ও টীকা

2. সখীদের উপস্থিতিতে নারীসুলভ লজ্জায় তাঁর গতি মন্থর।

লেখক পরিচিতি

কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে কবি জন্মগ্রহণ করেন চট্টগ্রামে। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর নানা ভাষার প্রতি আগ্রহ লক্ষ করা যায়। সংগীত- শাস্ত্রেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। আরবি, ফারসি ও হিন্দি ভাষায় তাঁর বুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। সংস্কৃত শাস্ত্রেও তাঁর পাণ্ডিত্য অগাধ।

হিন্দু সমাজের বাইরের একজন মানুষ হয়েও হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন ও সে শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তিনি।

আরাকান রাজ্যের (বর্তমান মায়ানমারের অন্তর্গত) প্রধানমন্ত্রী মগন ঠাকুর ছিলেন তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বাংলাভাষায় কাব্য রচনা করতে তিনি আলাওলকে উৎসাহ দিয়েছেন। আরাকান রাজ্যের সেনাবাহিনীতে তিনি কাজ করতেন। আলাওলের জীবনাবসান হয় ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে।

সমধর্মী রচনা

কবি দৌলত কাজি রচিত ঃ '**সতী ময়না**'।